সাংবাদিক ও গণমাধ্যম মালিককে গ্রেপ্তারে লাগবে আদালতের অনুমতি



ছবি: সংগৃহীত

সংবাদ প্রকাশের জেরে কোনো সাংবাদিক, গণমাধ্যমের মালিক বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে হলে সংশ্লিষ্ট আদালতের আগাম অনুমতি নেওয়ার বিধান যুক্ত হচ্ছে সাইবার সুরক্ষা আইনের সংশোধিত খসড়ায়। এ বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত হয়েছে সরকার।

বুধবার (৪ নভেম্বর) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সভাকক্ষে সংশোধিত খসড়া পর্যালোচনায় গঠিত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম। এতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সাংবাদিক ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে খসড়াটি নতুন করে সাজানো হচ্ছে। স্বাধীন সাংবাদিকতা বাধাগ্রস্ত হয় বা গণমাধ্যমকর্মীরা হয়রানির শিকার হন, এমন কোনো বিধান না রাখার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রস্তাবিত সংশোধনীতে মানহানি, হেয় প্রতিপন্ন করা ও সাইবার বুলিংয়ের বিষয়গুলো পৃথকভাবে সংজ্ঞায়িত করার পাশাপাশি মানহানির শাস্তি প্রচলিত দণ্ডবিধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখার কথা বলা হয়েছে। গুজব ও অপতথ্যের সংজ্ঞাও আরও স্পষ্ট করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

খসড়ায় মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান না রাখার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। ডিজিটাল কনটেন্ট ব্লক বা অপসারণের আগে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে লিখিত কারণ জানানো এবং পুনরায় কনটেন্ট প্রকাশের আবেদন নিষ্পত্তিতে সময়সীমা নির্ধারণের প্রস্তাব রয়েছে।

এ ছাড়া গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার আগে নোটিশ দেওয়া ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ রাখার কথা বলা হয়েছে। সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিলে গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়েও সিদ্ধান্ত হয়েছে।

পরিমার্জিত খসড়াটি শিগগিরই ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। এতে নাগরিক ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনেরা মতামত দেওয়ার সুযোগ পাবেন। বৈঠকে অংশ নেওয়া প্রতিনিধিরা সাইবার অপরাধ প্রতিরোধের পাশাপাশি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের অধিকার সুরক্ষায় ভারসাম্য রাখার ওপর গুরুত্ব দেন।